গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা

জুন/২০২০ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম সচিব
সভার তারিখ	২৪.০৬.২০২০ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১১:০০ টা
স্থান	অনলাইন, জুম অ্যাপ মিটিং ক্লাউড
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক' (সংযুক্ত)

সভাপতি সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সেই সাথে সভাপতি নতুন যোগদানকৃত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন ও অভিনন্দন জানান। অতঃপর করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ নাসিম, করোন মহামারীর মধ্যে মৃত্যুবরণকারী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব গৌতম আইচ সরকার ও কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী **খাদ্য অধিদপ্তরের চীফ কন্ট্রোলার, ঢাকা রেশনিং জনাব উৎপল কুমার সাহা ও নিরাপত্তা প্রহরী জনাব সুরুজ মিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাঁদের শোক সন্ত্রস্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। সেই সাথে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ** দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ করোনায় আক্রান্ত তাদের সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়। । অতঃপর আলোচ্য সূচি মোতাবেক সভা পরিচালনার জন্য সতাপতি যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)-কে অনুরোধ জানান। যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) আলোচ্যসূ্চি অনুযায়ী প্রথমে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় তা অনুমোদন ও দৃঢ় করা হয়। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য আলোচ্যসূচির বিষয়ে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

১.খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ বিষয়ে আলোচনা	খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদ পুরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শূন্যপদে নিয়োগের বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, পিএসসি হতে সুপারিশ প্রাপ্ত সহকারী প্রোগ্রামার এর ১টি পদে নিয়োগ পত্র ইস্যু করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৩ ক্যাটাগরির মোট ১০ টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি গত ২৭.০২.২০২০ খ্রি. তারিখ প্রকাশ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর এর ৪টি পদের জন্য ১৬৭৯ জন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর ১টি পদের জন্য ১০৮৩ জন এবং অফিস সহায়ক এর ৫টি পদের জন্য ৪৮৮৯ জন প্রার্থীর আবেদন পাওয়া গেছে। কম্পিউটার অপারেটর এর সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য ০৫টি শূন্য পদে নিয়োগ পূর্বের প্রাপ্ত আবেদনকারী দ্বারা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ১ম শ্রেণির গবেষণা কর্মকর্তার ৩টি পদ এবং ডকুমেন্টশন অফিসার এর ১টি পদসহ মোট ৪টি পদে যোগদানের জন্য নিয়োগপত্র ইস্যু করলে ০২ জন গবেষণা কর্মকর্তা এবং ০১ জন ডকুমেন্টশন অফিসার যোগদান করেন। গবেষণা কর্মকর্তার ০১টি পদে শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে যোগদানে ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে জানিয়ে একজন নির্বাচিত প্রার্থী নিয়োগের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছেন। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ হতে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির জন্য গত ১৫.৬.২০২০ তারিখে ১৪৯ নং স্মারকে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের ১৪ ক্যাটাগরির ১৩১টি পদে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করোনা পরিস্থিতির কারণে স্থগিত করা হয়েছে এবং পরীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি যথাসময়ে জানানো হবে মর্মে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ১ম শ্রেণির ১০২টি পদে কর্মকর্তা বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে এবং ৭১ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রতিবেদনও ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। এ পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের পদোন্নতির জন্য নিয়োগ বিধি পরিবর্তন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১) খাদ মন্ত্রণালয়ের কম্পিটার অপারেটরসহ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদসমূহের নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের সকল পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখতে হবে যাতে করোনা দুর্যোগ চলে যাওয়ার সাথে সাথে পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়। ২) খাদ্য অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদসমূহের নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের সকল পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখতে হবে যাতে করোনা দুর্যোগ চলে যাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ৩) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দ্রুত পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগে পত্র দিবে। ৪) গবেষণা কর্মকর্তার ০১টি পদে শারিরিক অসুস্থতাজনিত কারণে যোগদানে ব্যর্থ নির্বাচিত প্রার্থীর আবেদনটি দ্রুত নথিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে নিস্পত্তি করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশনিরাপ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা	সভায় জানানো হয়, মার্চ/২০২০ মাসের ১৯ তারিখ এর মধ্যে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ইনহাউজ প্রশিক্ষণ বিষয়ক ০৪টি ক্লাস সম্পন্ন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে করোনা ভাইরাস (কোভিট-১৯) এর কারণে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ বিষয়ক ক্লাস স্থগিত করা হয় । খাদ্য অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে যে, ফেব্রুয়ারী মাসে চলমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পিপিআর ২০০৮ ও প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ক সেশন অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ ক্লাস নিয়েছেন।ভবিষ্যতে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে উক্ত বিষয় সমূহ অর্ন্তভুক্তিকরণ অব্যাহত থাকবে। খাদ্য অধিদপ্তর হতে আরো জানানো হয়েছে যে, ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে নথি শ্রেণিবিন্যাসকরণসহ বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তার ধারাবাহিকতায় আগামীতে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগে অনুষ্ঠিতব্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে উল্লিখিত কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের অবশিষ্ট ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসমূহ অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত করেন।	(১)মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসমূহ অনলাইনে সম্পাদন করা যায় কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১) খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩.শাখা পরিদর্শন বিষয়ে আলোচনা	সচিবালয় নির্দেশমালার ১৯৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতি দুই মাসে একবার শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপসচিব প্রতি চার মাসে একবার এবং যুগ্ম-সচিব অথবা সচিব পদ মর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণ যুক্তিসংগত সময় অন্তর অন্তর শাখাগুলি আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করবেন। ফেব্রুয়ারি/২০২০ মাসে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে মর্মে খাদ্য অধিদপ্তর হতে জানানো হয়। এছাড়া সববি বিভাগের পরিচালক গত ফেব্রুয়ারি/২০ দু'টি শাখা ও মার্চ/২০ মাসে দু'টি শাখা পরিদর্শন করেন এবং মহাপরিচালক (খাদ্য) স্ব স্ব দপ্তরসহ অধিনস্থ অফিসের শাখাসমূহ পরিদর্শনের বিষয়ে তদারকি করে থাকেন। করোনা পরিস্থিতিতে সাধারন ছুটি থাকায় শাখাসমূহ প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শন সম্ভব হয়নি মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	(১) সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী যে সকল শাখা পরিদর্শিত হয়নি সে সকল শাখা জুন/২০২০ মাসের মধ্যে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। ২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা প্রধান, খাদ্য মন্ত্রণালয় মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

৪.ই-ফাইলিং বিষয়ে আলোচনা	বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ব্যান্ডউইথ (BandWidth) বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ক্রয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধির জন্য নতুন নেটওয়ার্ক তৈরীর লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছিল। কিন্তু করোনার কারনে দরপত্র বাতিল করতে হয়েছে। মার্চ, ২০২০ মাসে জারিকৃত পত্র সংখ্যা ৩৯০টি এবং এপ্রিল মাসে জারিকৃত পত্র সংখ্যা ছিল ৭৫টি। মে মাসে জারীকৃত পত্রসংখ্যা ১৩৭টি। মে/২০২০ মাসে ছোট ক্যাটাগরির ৩৫ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ৮ম, মার্চ ও এপ্রিল/২০২০ মাসে ছিল ৪র্থ। নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় বা অন্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরে পত্র জারিতে অধিক মান প্রদান প্রবর্তন করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যেহেতু আন্তঃমন্ত্রণালয় পত্র কম জারি করা প্রয়োজন হয় সেহেতু অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে মর্মে প্রোগ্রামার সভাকে অবহিত করেন। যেহেতু আন্তঃমন্ত্রণায় বা অন্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরে পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আবশ্যকতার ভিন্নতা রয়েছে সেহেতু এ মূল্যায়ন পদ্ধতি যথাযথ মুল্যায়ন নিশ্চিত করবেনা যৌক্তিকতা দেখিয়ে মুলায়ন পদ্ধতিটি পুনর্বিবেচনার বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে পত্র পেরণের বিষয়ে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের ই-ফাইলিং কার্যক্রমে মে/২০২০ মাসে ৪৩৫ টি ই-পত্র জারি করা হয়েছে। বড় ক্যাটাগরির ১৬টি অধিদপ্তরের মধ্যে ১ম অবস্থান রয়েছে যা এপ্রিল মাসেও ছিল একই। জানুয়ারি মাসে ই-পত্র জারির শতকরা হার ৩৭% ডিসেম্বর মাসে ছিল ৩৯.৭৫%। খাদ্য অধিদপ্তর ই-পত্র জারিতে ১ম স্থান অর্জন করায় খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য মর্মে সভায়মতামত প্রকাশ করা হয়। একই সাথে ১ম স্থান ধরে রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকার এবং মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরসমূহকে ই-নথির আওতাভূক্ত করার জন্যও সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ই-ফাইলিং কার্যক্রমে মে/২০২০ মাসে ছোট ক্যাটাগরির ১৮৫ সংস্থার মধ্যে অবস্থান ৭২তম। এপ্রিল/২০২০ মাসে অবস্থান ছিল ১৪৫তম। মে মাসে মাত্র ৩টি ই-পত্র জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ই-পত্র জারির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	(১) যেহেতু আন্তঃমন্ত্রণায় বা অন্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরে পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আবশ্যকতার ভিন্নতা রয়েছে সেহেতু নতুন মুল্যায়ন পদ্ধতি যথাযথ মুল্যায়ন নিশ্চিত করবে না- যৌক্তিকতা দেখিয়ে তা পুনর্বিবেচনার বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (২) মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং ব্যবহার কার্যক্রম আরও জোরদার করে শাখা/অধিশাখা হতে শতভাগ বা তার কাছাকছি হারে ই পত্র ইস্যু করতে হবে। যৌক্তিক কারণ ব্যতীত হার্ড ফাইল উপস্থাপন পরিহার করতে হবে। (৩) খাদ্য অধিদপ্তর ই-পত্র জারিতে এপ্রিল ও মে/২০২০ মাসে বড় ক্যাটাগরির ১৬টি অধিদপ্তরের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করায় খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং আগামীতে ১ম অবস্থান ধরে রাখাসহ মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরকে ই-নথির আওতাভূক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (৩) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ই-নথি কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সকল শাখা/অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতা ও প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

৫. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ে আলোচনা	সভায় মার্চ-মে/২০২০ মাসে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের অডিট কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরুপে তুলে ধরা হয়:	(১)বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অডিট আপত্তিসমূহের ব্রডশিট জবাব আগামী সভার পূর্বেই প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। (২) করোনা পরিস্থিতিতে যেহেতু দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠান সম্ভব হচ্ছেনা সেহেতু অডিট আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি, ব্রডশিট জবাব প্রদানসহ অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করার উপর জোর দিতে হবে।	অতিরিক্ত-সচিব (বাজেট ও অডিট), অতিরিক্ত সচিব নিরাপদ খাদ্য শাখা, উপসচিব, (অডিট- ১, ২, ৩) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

বিবরণ	বিগত মাসের জের	এ মাসে সংযোজিত	এ মাসে নিষ্পত্তিকৃত	মাস শেষে অবশিষ্ট
অগ্রিম	২৭৮৬	০০	০০	২৭৮৬
খসড়া	৭১৭	০০	০০	৭১৭
সংকলন	৫৮১	০০	০০	৫৮১
মোট	৪০৮৪	০০	০০	৪০৮৪

সভা	ডিসেম্বর/২০১৯	জানুয়ারি/২০২০	মার্চ-মে/২০২০
দ্বিপক্ষীয় সভা	০৫টি (খুলনা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।)	০৩টি (ঢাকা, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে কোন দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।)	০১টি
ত্রিপক্ষীয় সভা	০২টি (রংপুর ও ঢাকা অঞ্চলে)	কোন ত্রি-পক্ষীয় সভা হয়নি	------

* মে/২০২০ মাসে কোন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি।
অতিরিক্ত সচিব বাজেট ও অডিট জানান যে, কোভিড-১৯এর কারনে কোন দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন সম্ভব হয়নি।

সভায় মে২০২০ মাসে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অডিট কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরুপে তুলে ধরা হয়:

অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমান	ব্রডশিট জবারের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জের
১৭	২১,২৮,১২,০০৪/-	প্রক্রিয়াধীন	প্রক্রিয়াধীন	প্রক্রিয়াধীন

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অডিট আপত্তি সমূহ দীর্ঘ দিন যাবত জবাব প্রদানের অপেক্ষায় পেন্ডিং থাকায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

৬. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা		(১) অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নথিতে উপস্থাপন করতে হবে। সচিব দপ্তর হতে যে সকল অভিযোগের তদন্ত দেওয়া হচ্ছে তার তথ্য তদন্ত শাখায় সংগ্রহ করে পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), যুগ্মসচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয় , মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য মন্ত্রণালয় (প্রচলিত পদ্ধতিতে)

জের	বর্তমান মাসে প্রাপ্ত	মোট অভিযোগ	নিস্পত্তির সংখ্যা	অনিস্পন্ন সংখ্যা	৩ মাসের কম সময়ে অনিস্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা	তিন মাসের উপরে	ছয় মাসের উপরে
৫৩	০৬	৫৯	০৬	৫৩	১১	১৯	২৩

খাদ্য মন্ত্রণালয় (GRS)

জের	বর্তমান মাসে প্রাপ্ত		মোট	বিবেচ্য মাসে
	পত্র যোগে	অনলাইনে		
০৭	-	০৭	০৭	-

(২) মন্ত্রণালয়ের GRS System হালনাগাদ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

খাদ্য অধিদপ্তর

জের	বর্তমান মাসে প্রাপ্ত	মোট অভিযোগ	নিস্পত্তির সংখ্যা	অনিস্পন্ন সংখ্যা	তিন মাসের কম সময়ে অনিস্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা	তিন মাসের উপরে	ছয় মাসের উপরে
৫৮	০	৫৮	০৬	৫২	-	১৬	৩৬

যুগ্ম-সচিব (তদন্ত) জানান, নতুন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নথিতে উপস্থাপনের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৭. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা	সভায় মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর জানান যে, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ে খাদ্য পরিবহণ ঠিকাদারদের বিল পরিশোধের দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার ও খাদ্য গুদামের শ্রমিকদের বিল যথাযথভাবে পরিশোধের পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের নভেম্বর/১৯ ও ডিসেম্বর/১৯ মাসে সিআরটিসি/ ডিআরটিসি/ আইআরটিসি/আইবিসিসি/ডিবিসিসি-ঢাকা,(খুলনা-বরিশাল)/ মেজর ক্যারিয়ার, খুলনা/রেল ঠিকাদার/ শ্রম ও হ্যান্ডলিং ঠিকাদারদের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ এবং উক্ত ঠিকাদারদের দাখিলকৃত বিল জরুরিভিত্তিতে পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১২/০১/২০২০ খ্রি. তারিখের ৪১ নং স্মারকে মাঠ পর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বিল পরিশোধে বর্তমানে দীর্ঘসূত্রিতা কমে গেছে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা হতে জেলা-উপজেলার কর্মপরিকল্পনা ও ফিডব্যাকের প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ও অন্যান্য শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মকান্ডের ব্যয় নির্বাহের কোড খাদ্য অধিদপ্তরে খোলা হয়নি। খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে তাদের নিজস্ব শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। সেই সাথে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার যে সকল লক্ষ্য এখন পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব হয়নি সেগুলো অর্জনের জন্য তৎপর হতে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। সভাপতি মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ জনাব তাহমিদুর রহমান তার পূর্বতন কর্মস্থল সিলেট বিভাগ কমিশনারের দপ্তর হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করায় তাকে অভিনন্দন জানান।	(১) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার যে সকল লক্ষ্যমাত্রা এখন পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব হয়নি সেগুলো অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্টদের তৎপর হতে হবে এবং সকল বাস্তবায়িত কর্মসূচীর প্রমাণক সহ আগামী ০৭/০৭/২০২০ তারিখের মধ্যে কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখায় প্রতিবেদন দিতে হবে। কর্ম সম্পাদন শাখা তা সমন্বিত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নিবেন। ২) খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মকান্ডের ব্যয় নির্বাহের জন্য পৃথকভাবে কোড খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবেন।	মহাপরিচালক, ও পরিচালক (প্রশাসন) খাদ্য অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, এবং সকল দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারি সচিব কর্মসম্পাদন ,শাখা খাদ্য মন্ত্রণালয়।

৮. APA ২০১৭-২০১৮ বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা	সভায় এফপিইমইউ হতে জানান হয় যে, ৪টি গবেষণা কর্মের মধ্যে দুটি কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট দুটি গবেষণা রিপোর্ট ও গবেষণার ভিত্তিতে ৪টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করার জন্য সময় ও দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যার প্রথমটি আগামী ২৯.০৬.২০২০ খ্রি. তারিখে আয়োজন করা হবে। আগামী ২৫/৬/২০ তারিখের মধ্যে ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি এবং ৩০/০৭/২০ তারিখের মধ্যে ৪র্থ ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের এপিএ প্রণয়নের লক্ষ্যে ২৮ জুন, ২০২০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সাথে স্বাক্ষরিতব্য খসড়া এপিএ দাখিল এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এপিএ মূল্যায়নের লক্ষ্যে ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখের মধ্যে সকল প্রমাণক সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টি সভায় আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দুটি প্রবিধানমালা (হোটেল ও রেস্তোরা, ঝুঁকিপূর্ণ ও বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার) বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান ও ২টি সমঝোতা স্বাক্ষরের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং ৩০/০৭/২০ ৪র্থ ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক অগ্রগতির প্রতিবেদন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) APA তে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারিত ৪টি গবেষণা কার্যক্রমের বিষয়ে ডেসিমিনেশান ওয়ার্কশপ আয়োজনের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক, মডার্ণ ফুড উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং মহাপরিচালক (এফপিইমইউ) ও উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদারকি করবেন। (২) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দুটি প্রবিধানমালা (হোটেল ও রেস্তোরা, ঝুঁকিপূর্ণ ও বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার) বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করতে হবে ও ২টি সমঝোতা স্বাক্ষর অনলাইন সম্পন্ন করা যায় কিনা তা সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩) APA এর ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং ৪র্থ ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক অগ্রগতির প্রতিবেদন বিষয়ক তথ্য সংশ্লিষ্টরা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই কর্ম সম্পাদন ব্যাবস্থাপনা শাখায় প্রেরণ করবেন ।	অতিরিক্ত-সচিব (বাজেট ও হিসাব), ও অতিরিক্ত-সচিব (বাজেট ও হিসাব), খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, মহাপচিালক, এফপিএমইউ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক, মর্ডান ফুড প্রকল্প।

৯.আইন ভাষান্তর বিষয়ে আলোচনা	সভায় জানানো হয় যে, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ ইংরেজি হতে বাংলায় ভাষান্তর সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে (ক) 'The food (special courts) Act-1956, (খ) Food Grains Supply (Preventions of Prejudicial Activity) Ordinance-1979. আইন ২টির বাতিলের বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত চাওয়া হলে, আইন মন্ত্রণালয় Essential Commodities ACT 1956 এর অধীন বিধি-বিধান, প্রবিধান আদেশ বা আইনের মর্যাদাপূর্ণ ইন্সট্রুমেন্ট এর তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ০৬.১০.২০১৯ খ্রি. তারিখে তথ্যাদি সংশ্লিট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কোন জবাব/মতামত না পাওয়ায় গত ১২.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র প্রদান করা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় হতে এখনও মতামত পাওয়া যায়নি।	(১) আইন ২টি বাতিলের মতামত গ্রহণ বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব, (আইন কোষ) খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১০. ইনোভেশন কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা	সভায় জানানো হয় যে, সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম হিসেবে গৃহীত খাদ্য অধিদপ্তরের Innovation idea "এলএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিতরণকৃত সীল প্রদান ও সেবা সহজীকরণ "সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বস্তায় ডিজিটাল স্টেনসীল প্রদান"। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলাসহ সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শ্রমঘন এলাকায় ওএমএস ০৭/০৪/২০২০ তারিখ হতে শুরু করার তারিখ নির্ধারিত ছিল। করোনা পরিস্থিতির কারনে তা স্থগিত হয়। "সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বস্তায় ডিজিটাল স্টেনসীল প্রদান" বিষয়ে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয়ের আইডিয়া শেয়ার করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১)নির্বাচিত Innovation Idea ও সেবা সহজীকরণ পদ্ধতি সারাদেশে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। (২)"সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বস্তায় ডিজিটাল স্টেনসীল প্রদান" বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনাপূর্বক তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।	অতিরিক্ত-সচিব (বাজেট ও হিসাব) ও চিফ চিফ ইনোভেশন অফিসার, ইনোভেশন অফিসার ও প্রোগ্রামার খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ,

খাদ্য অধিদপ্তর

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ বিষয়ে আলোচনা	সভায় খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জানানো হয় যে, অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ, ২০২০ মৌসুমেগত ১৫/৪/২০২০ তারিখে চলতি গম সংগ্রহ, শুরু হয়েছে, যা আগামী ৩০/৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত চলবে। এবারে গম সংগ্রহ, ২০২০ মৌসুমে ৭৫,০০০ মে:টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়েছে।	(১) চলতি বোরো সংগ্রহ-২০২০ মৌসুমে ধান/চাল সংগ্রহ তরান্বিত করতে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা প্রশাসক, জেলা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ওসি (এলএসডি) সংগ্রহ ও	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর ।

	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৩.০৬.২০২০ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশে ৫৯,১০৫ মে:টন গম সংগৃহীত হয়েছে। গম সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান আছে। চলতি অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ, ২০২০ মৌসুমে গত ২৬/৪/২০২০ থেকে ৮,০০,০০০ মে:টন ধান ও ০৭/৫/২০২০ খ্রিঃ থেকে ১০,০০,০০০ মে:টন সিদ্ধ চাল এবং ১,৫০,০০০ মে:টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে, যা আগামী ৩১/৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত চলবে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে। ২৩.০৬.২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশে ৪৮,২১৩ মে:টন ধান, ১,৯৪,০৮৭ মে:টন সিদ্ধ চাল ও ২২,৫৩৯ মে:টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে। ধান-চালের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে গত ১৮/৬/২০২০ তারিখের ১৩৫নং স্মারকে সকল বিভাগীয় কমিশনারদের বোরো সংগ্রহ, ২০২০ ত্বরান্বিত করার জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে প্রয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্ন নির্দেশনামূলক পত্র প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, ধান-চালের মূল্য কোন ভাবে বৃদ্ধি করা যাবে না। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান উৎপাদন হয়েছে এবং কৃষকরা ন্যায্য মূল্যও পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মিলারগণ যদি কোন চাল দিতে অনাগ্রহ	বিভিন্ন পর্যায়ে মিল মালিক সমিতর প্রতিনিধিদের নিয়ে জুম সভা আয়োজন করতে হবে। (২) চলতি বোরো সংগ্রহ- ২০২০ মৌসুমে শতভাগ চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাগন আঞ্চলিক/জেলা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণকগণের সাথে প্রতিনিয়ত সমন্বয় সাধন করবেন। (৩)মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিবগণ যারা বিভিন্ন বিভাগের বিতরণ কার্যক্রম তদারকির জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত, তারা সংগ্রহের বিয়টিও মনিটরিং করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সচিবকে টেলিফোনে অবহিত করবেন।	

	দেখায় এবং সরকারের সংগ্রহ কার্যক্রমে অসহযোগিতা করে তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিলের নাম ও মিল মালিকগণের নামের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। আর যে সকল মিলারগণ এ অবস্থায় সরকারকে সংগ্রহ কার্যক্রমে সহযোগিতা করবে ভবিষ্যতে তাদের জন্য পুরস্কার বা প্রণোদনা প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হবে। সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে ধান/চাল সংগ্রহে সহযোগিতা করার জন পত্র দেওয়া হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে এস আর ও নং-১১৩ আইন ২০১১ মোতাবেক সংগ্রহ অভিযানে সহায়তা করার জন্য জেলা প্রশাসকগনকে পত্র দেওয়া হয়েছে। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ওঅধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণকগণের সাথে বিষয়টি নিয়ে প্রতিনিয়ত সমন্বয় করে খাদ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করতে তৎপর হবেন ।		
২. খাদ্যশস্য বিতরণ ও বাজার দর মনিটরিং বিষয়ে আলোচনা	ক. ওএমএস খাতে চাল ও আটা বিক্রয়: সভায় জানানো হয় যে, বর্তমানে ঢাকা মহানগরে ১২০টি কেন্দ্রে প্রতিকেন্দ্রে ২ মে.টন করে, তেজগাঁও সার্কেল (কেরাণীগঞ্জসহ), শ্রমঘন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী এবং গাজীপুর জেলায় প্রতি কেন্দ্রে প্রতিদিন ২ মেঃটন করে মোট ২৬১টি কেন্দ্রে, অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা শহরে মোট ৩৯১টি কেন্দ্রে প্রতিদিন ১	(১) ট্রাকসেলের পরিবর্তে যে সকল দোকানের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাদের বিক্রয় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য অধিদপ্তর

	মেঃটন করে এবং ৩টি পার্বত্য জেলায় (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) ২৭টি কেন্দ্রে প্রতিদিন ২ মেট্রিক টন করে সর্বমোট ৬৭৯ টি কেন্দ্রে আটা বিক্রি করা হচ্ছে। তৎকালীন বাজারে চালের মূল্য ওএমএস মূল্যের চাইতে সমান/কম হওয়ায় ডিলারগণ ওএমএস এর চাল উত্তোলন করেননি। মে'২০২০ মাসে বিশেষ ওএমএসের মাধ্যমে ১২ লক্ষ ৮১ হাজার পরিবারের মধ্যে ২৫,৬২৪ মে.টন চাল বিক্রি করা হয়। জুন' ২০২০ মাসে ২০ লক্ষ ৪৩ হাজার পরিবারের মধ্যে ৪০,৮৬২ মে.টন চাল বিক্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকা মহানগরে খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক/উপ-পরিচালকবৃন্দ ও প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং; বিভাগীয় শহরে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং জেলা পর্যায়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের নজরদারী ও তদারকীতে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ওএমএসসহ পিএফডিএস খাতে ৩১.০৫.২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ২০,১২,০৬১ মেট্রিক টন চাল ও ৪,৫৩,২৮৫ মেট্রিক টন গম বিতরণ করা হয়েছে।এ সকল দোকানের বিক্রয় কার্যক্রম নিবিরভাবে পরিদর্শন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		

	(খ) চাল ও আটার বাজারমূল্য মনিটরিং সভাকে অবহিত করা হয় যে, মন্ত্রণালয় হতে ঢাকা মহানগরীতে ৪টি এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বাজার মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এফপিএমইউ এর সূত্র মতে, ২১.০৬.২০২০ খ্রি. তারিখে ঢাকা মহানগরে মোটা চালের বাজার দর খুচরা প্রতিকেজি গড় ৪২-৪৪ টাকা। পাইকারি প্রতিকেজি গড় **৩৬.৮৩-৩৮.৩৩** টাকা, খোলা আটার বাজার দর প্রতিকেজি গড় **২৭-২৮** টাকা। ২২.০৬.২০২০ খ্রি. তারিখে খাদ্য অধিদপ্তরের সূত্রমতে, চালের খুচরা দর প্রতিকেজি গড় **৩৭.০০-৩৯.০০** টাকা, আটার খুচরা দর প্রতিকেজি গড় **২৫-২৮** টাকা।	(১)চালের বাজার দর মনিটরিং এর জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত মনিটরিং টিম নিয়মিত বাজার পর্যবেক্ষেণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন। (২) অতিরিক্ত সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ) খাদ্য অধিদপ্তরের বাজার দর প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং তা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ) ও মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৩.রাজস্ব বাজেটের আওতায় সংস্কার/ মেরামত ও অন্যান্য নির্মাণ	খাদ্য অধিদপ্তর হতে সভায় জানানো হয় যে, সকল নির্মাণ এবং মেরামত ও সংস্কার কাজ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক রক্ষণাক্ষেণ প্রকৌশলী এবং আঞ্চলিক রক্ষণাক্ষেণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিবিড় তদারকি করা হচ্ছে। যা জুন/২০২০ মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়। গোপালগঞ্জ সদর এলএসডি এর খালের পাশের ভাঙ্গা/দেবে যাওয়া রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে গত ০৪/০৩/২০২০খ্রিঃ তারিখে পরিচালক ও আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ সরেজমিনে পরিদর্শণ করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা জানা যায়	(১) ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে গৃহীত সকল নির্মাণ এবং মেরামত ও সংস্কার কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সকল নির্মাণ ও মেরামত কাজের ঠিকাদারদের সাথে নিজে যোগাযোগ করে নিবির তদারকি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ২) টুঙ্গিপাড়া এলএসডির পরিত্যাক্ত গুদাম পরিত্যাক্ত ঘোষণা ও গোপালগঞ্জ সদর এলএসডির রাস্তার ড্রইং ডিজাইন এবং প্রাক্কলনসহ প্রস্তাব দ্রুত প্রেরণের জন্য	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও পরিচালক (পউকা), খাদ অধিদপ্তর।

	গোপালগঞ্জ সদর এলএসডি এর রাস্তা সংস্কার অর্থাৎ গোপালগঞ্জ সদর এলএসডির খালের পাড় ভাঙ্গান/মাটি দেবে যাওয়ার ব্যাপারে Deligated Works) হিসেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ড্রইং ডিজাইন প্রধান কার্যালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড অনুমোদন করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ থেকে ড্রইং ডিজাইন এবং প্রাক্কলনসহ প্রস্তাব শীঘ্রই খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে। টুঙ্গিপাড়া এলএসডিতে পরিত্যাক্ত একটি গুদাম অপসারণের লক্ষ্যে দ্রুত পরিত্যাক্ত ঘোষণার বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, গোপালগঞ্জ সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখছেন এবং পুরাতন জরাজীর্ন গুদামটি পরিত্যাক্ত ঘোষণা পূর্বক ভেঙ্গে ঐ স্থানে একটি নতুন গুদাম নির্মাণ করা যেতে পারে বলে খাদ্য অধিদপ্তর হতে জানানো হয়। অন্য একটি গুদামের মেঝে মেরামতের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। সকল নির্মাণ ও মেরামত কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য নিবির তদারকি দরকার মর্মে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়।	পরিচালক (পউকা), পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্টদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবেন।	
৪.অন্যান্য নতুন নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা	খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (পউকা) সভায় জানান যে, সরকারি স্থাপনার মধ্যে নতুন করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া আর কোন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়নি।	খাদ্য অধিদপ্তরের স্থাপনার মধ্যে নতুন করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনহীন কোন স্থাপনা যেন নির্মাণ না হয়, সে বিষয়ে নজরদারি রেখে মাসিক সমন্বয় সভায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনা অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (পউকা), খাদ্য অধিদপ্তর

৫. মামলা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা	সভায় খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান যে, চলমান রিট পিটিশনসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে তবে Software উন্নয়ন বিষয়ে কোন কিছু জানানো হয়নি। রিট পিটিশন ৩৯৬১/২০১৫ নং মামলা হতে উদ্ভুত সিভিল লিভ টু আপিল ৯১০/২০২০ নং মামলা দায়েরে বিলম্বের কারণ এবং দায় দায়িত্ব নির্ধারণের প্রেক্ষিতে দায় দায়িত্ব নিরুপনের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আইন উপদেষ্টার দপ্তর হতে খাদ্য বিভাগের চলমান রিট পিটিশনসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে । রিট পিটিশন মামলা ২১৬/১৩ এর আদেশ বাস্তবায়নের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় গত ২৫-০২-২০ তারিখে স্মারক নং-৩৩ এর মাধ্যমে রিট পিটিশন নং-২৩৫/১২ আদেশ বাস্তবায়নে কিছু সময়ের প্রয়োজন বিধায় বিজ্ঞ আদালতের নিকট সময় প্রার্থনার জন্য বলা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে স্মারক নং-৬৪(১), তারিখ : ০২-০৩-২০ এর মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতের নিকট সময় প্রার্থনা করার জন্য প্যানেল আইনজীবীকে বলা হয়েছে এবং আগামী নির্ধারিত তারিখে সময় প্রার্থনা করবেন মর্মে জানানো হয়।	(১) রিট পিটিশন ৩৯৬১/২০১৫ নং মামলা হতে উদ্ভুত সিভিল লিভ টু আপিল ৯১০/২০২০ নং মামলা দায়েরে বিলম্বের কারণ এবং দায় দায়িত্ব নির্ধারণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (২) চলমান মামলাসমূহের নিয়মিত তদ্বির করতে হবে। সকল মামলা যাতে সহজে মনিটরিং করা যায় সে লক্ষ্যে বর্তমানে মামলা কোন পর্যায়ে আছে সে সংক্রান্ত তথ্য অর্ন্তভূক্তির সুবিধা সম্বলিত Softwar উন্নয়ন করতে হবে। (৩) কনটেম্পট মামলার বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করে প্রতিবেদন প্রতি সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে। সেই সাথে কনটেম্পট মামলা নং ২১৬/১৩ আদেশ বাস্তবায়নের বিষয়ে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন কোষ) ও উপসচিব (প্রশাসন-২), খাদ্য মন্ত্রণালয় মহাপরিচালক, আইন উপদেষ্টা ও প্রোগ্রামার খাদ্য অধিদপ্তর, এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

<table>
<tr>
<td>১. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা</td>
<td>বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান সভাকে অবহিত করেন যে, পাস্তুরিত দুধ সংক্রান্ত রিট মামলার নিয়মিত তদ্বির করা হচ্ছে। মে, ২০২০ মাসে নিরাপদ খাদ্য আইনে কোন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা হয়নি ।
<u>জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন পরিচালিত মে ২০২০ মাসের মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যান:</u>
<table>
<tr><th>মোবাইল কোর্টের সংখ্যা</th><th>মামলা দায়েরের সংখ্যা</th><th>দন্ডিত ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা</th><th>অর্থ দন্ডের পরিমাণ</th><th>কারাদন্ডের সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr>
</table>
<u>বিএফএসএ-রনিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যান:</u>
<table>
<tr><th>মোবাইল কোর্টের সংখ্যা</th><th>মামলা দায়েরের সংখ্যা</th><th>দন্ডিত ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা</th><th>অর্থ দন্ডের পরিমাণ</th><th>কারাদন্ডের সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr>
</table>
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেটগণের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ এখনও নির্ধারণ করা হয়নি তবে অচিরেই তা করা হবে।</td>
<td>(১) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেটগণের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাসিক প্রমাপ নির্ধারণ করতে হবে।

(২) পাস্তুরিত দুধ বিষয়ক মামলার যথাযথভাবে তদ্বির অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ</td>
</tr>
</table>

পেন্ডিং বিষয়ে আলোচনা	এ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা হতে মাসিক পেন্ডিং প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত রাখার বিষয়ে মতামত ব্যাক্ত করা হয়। পত্র প্রাপ্তি রেজিস্ট্রার এবং কম্পিউটারের ড্যাশ বোর্ডের পেডিং পর্যালোচনা করে পেন্ডিং তালিকা প্রস্তুত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রাপ্ত ই-পত্রের যথাযথভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ না করলেও ড্যাশ বোর্ডে পেন্ডিং এর যথাযথ তথ্য পাওয়া যাবে না মর্মে সভায় সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। উইংসমুহের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে উইং প্রধানগণ শাখা/অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠক করে পেন্ডিং পত্রসমূহের তথ্য সংরক্ষণসহ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১)সকল শাখা/অধিশাখা নির্ধারিত ছক অনুসারে পত্র প্রাপ্তি রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন এবং এ রেজিস্টারের তথ্যাদি ও কম্পিউটারের ড্যাশ বোর্ড তথ্যাদি পর্যালোচনা করে পেন্ডিং প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অধিশাখা/শাখা সমূহের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে উইং প্রধানগণ শাখা/অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠক করে পেন্ডিং পত্রসমূহের তথ্য সংরক্ষণসহ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	উইং প্রধান (সকল), মহাপরিচালক, এফপিএমইউ ও দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, অধিশাখা/শাখা (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।

সভার শেষ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয় সভায় অংশগ্রহকারী সকলকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী গুরুত্বপূণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। করোনায় আক্রান্ত হয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ নাসিম, করোনা মহামারীর মধ্যে মৃত্যুবরণকারী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব গৌতম আইচ সরকার ও কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃতুবরণকারী খাদ্য অধিদপ্তরের চীফ কন্ট্রোলার ঢাকা রেশনিং জনাব উৎপল কুমার সাহা ও নিরাপত্তা প্রহরী জনাব সুরুজ মিয়ার আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁদের শোক সন্ত্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সেইসাথে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত যেসকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগন করোনায় আক্রান্ত তাদের সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, ধান-চালের সংগ্রহ মূল্য কোন ভাবে বৃদ্ধি করা যাবে না। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান উৎপাদন হয়েছে এবং কৃষকরা ন্যায্য মূল্যও পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মিলারগণ যদি চাল দিতে অনাগ্রহ দেখায় এবং

সরকারের সংগ্রহ কার্যক্রমে অসহযোগিতা করে তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিলের নাম ও মিল মালিকগণের নামের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। আর যে সকল মিলারগণ এ অবস্থায় সরকারকে সংগ্রহ কার্যক্রমে সহযোগিতা করবে ভবিষ্যতে তাদের জন্য পুরস্কার বা প্রণোদনা প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হবে। বাজারে খাদ্য অধিদপ্তরের পুরাতন বস্তা বিক্রয় হয়। সাধারন মানুষ তা ক্রয় ও ব্যবহার করে অনেক সময় বিপদগ্রস্থ হন। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত সরবরাহকৃত বস্তায় বিতরণ সীল ব্যবহারের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সংগ্রহ মৌসুমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সকলকে সংগ্রহ বিষয়ে শতভাগ তৎপরতা দেখাতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল খাদ্য গুদাম হতে খামালে বস্তার অবস্থান, খামালের পরিচিতি ও সংগ্রহের তারিখের তথ্য সম্বলিত স্লিপে উপজেলা সংগ্রহ কমিটির সভাপতি তথা ইউএনও, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ কমপক্ষে ২ আউন্স পরিমান চালের নমূনা পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। সংগ্রহ মৌসুম শেষ হওয়ার পর তা বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান । পরিশেষে তিনি সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম
সচিব

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০৫.১৭.৮৩

তারিখ: ১৯ আষাঢ়.১৪২৭
০৩ জুলাই ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২) অতিরিক্ত সচিব, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩) অতিরিক্ত সচিব , সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫) অতিরিক্ত সচিব, আইন কোষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৬) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক (এফপিএমইউ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৭) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৮) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৯) যুগ্ম সচিব , অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১০) যুগ্ম সচিব, প্রশাসন-১ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১১) যুগ্ম-সচিব, তদন্ত, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর
১৩) গবেষণা পরিচালক (খানিপু), গবেষণা পরিচালক (খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি), খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৪) উপ সচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৫) উপসচিব (অডিট-২), অডিট-২ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৬) উপ-সচিব, অভ্যন্তরীন প্রশাসন-২, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৭) উপ-সচিব, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৮) উপ-সচিব, সেবা শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৯) উপ-সচিব (অডিট-১), অডিট-১ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২০) উপ সচিব, বাজেট ও হিসাব অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২১) উপ-প্রধান , পরিকল্পনা অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২২) উপ সচিব, অডিট-৩ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২৩) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২৪) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২৫) উপসচিব , আইন কোষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২৬) সিনিয়র সহকারী সচিব (বৈদেশিক সংগ্রহ), সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২৭) পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
২৮) পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
২৯) পরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৩০) অতিরিক্ত পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৩১) অতিরিক্ত পরিচালক (চলাচল), চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৩২) অতিরিক্ত পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৩৩) খাদ্য পরিদর্শক, আইন উপদেষ্টার কার্যালয়, খাদ্য অধিদপ্তর
৩৪) গবেষণা পরিচালক, গবেষণা পরিচালক (নীতি ও সমন্বয়), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩৫) গবেষণা পরিচালক, গবেষণা পরিচালক (উৎপাদন ও পূর্ব সতর্কীকরণ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩৬) গবেষণা পরিচালক, গবেষণা পরিচালক (খাদ্য বাজার), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩৭) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর
৩৮) উপ-পরিচালক, বন্টন শাখা, খাদ্য অধিদপ্তর
৩৯) সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-১ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪০) সিনিয়র সহকারী সচিব , সংস্থা প্রশাসন শাখা , খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪১) সহযোগী গবেষণা পরিচালক, গবেষণা পরিচালক (খাদ্য বাজার), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪২) সহযোগী গবেষণা পরিচালক, গবেষণা পরিচালক (খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪৩) বাজেট অফিসার, বাজেট-১ শাখা , খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪৪) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪৫) সহকারী সচিব , সরবরাহ-২ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪৬) সহকারী সচিব, বাজেট-২ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪৭) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

মো: শাহ নেওয়াজ তালুকদার
যুগ্ম-সচিব